গণশিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হবার পথে

বরিশাল, ৩রা ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।--বহুল প্রচারিত সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রম অন্যান্য জিলার মতো বরিশাল জিলাতেও প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। বিগত মাস ছ'য়েকের মতো সময়ে স্থানীয় অতিরিক্ত জিলা প্রশাসক (গণশিক্ষা) পদটিও শূন্য রয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে বিগত ১৯৮০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে বেশ আড়ম্বরের সাথে দ্বিতীয় বিপ্লব-এর নামে এই গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, সেই কার্যক্রম এখন সামগ্রিক ব্যর্থতার মুখে প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে।

একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এই জিলায় মোট নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা (১১-৪৫ বৎসর বয়স্ক) ১২ লাখ ৩৫ হাজার ৩শ' ৯জন এর মধ্যে ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৪ লাখ ৬৮ হাজার ৮৭ জনকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে ২ লাখ ৫১ হাজার ৬৫৩ জন নিরক্ষরতা মুক্ত হয়েছে বলে কাগজপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবে এই সংখ্যা অর্ধেকেরও কম।

বিগত ১৯৮০ সালের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন আশানুরূপ না হওয়ার কারণে ১৯৮১ সালে পূর্বের ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার সাথে মাত্র ২৩ হাজার ৬শ' ৩৯ জন যোগ করে এ সংখ্যা ৪ লাখ ৯১ হাজার ৭শ' ২৬-এ উন্নীত করা হয়। কিন্তু তাতেও কাজের কাজ কিছুমাত্র এগিয়েছে বলে মনে হয় না। কেননা, গত ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসেবে দেখা যায় যে, তা ১৯৮০ সালের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতেও ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর অর্থাৎ সাড়ে দশ মাসে মাত্র ১৮ হাজার ৯শ' ৩৪ জন মানুষকে সাক্ষর দান করা সম্ভব হয়েছে। অথচ এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল সর্বমোট ৪ লাখ ৯১ হাজার ৭শ' ২৬ জন নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা।

অন্যদিকে, এই গণশিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করার পরিপ্রেক্ষিতে যে ৬টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং ৬ হাজার ৭০১টি সাক্ষরতা স্কোয়াডের ৪৮ হাজার সদস্য কাজ করার কথা তারাও বিভিন্ন কারণে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেননি। এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত জনৈক ব্যক্তি এই ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন। তার ভাষায়, 'নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার' মতো মানুষ এখন পাওয়া যায় না।

ওয়াকিবহাল মহল আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, এইভাবে এই কার্যক্রম চালাবার চেষ্টা করলে এবং এর কোন সামগ্রিক উন্নতি না হলে মূল সমস্যার কোন সমাধানই হবে না বরং অচিরে এই কার্যক্রম একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এ দিকে এই গণশিক্ষা কার্যক্রম চালাবার জন্যে যে ৩ লাখ ৫১ হাজার ৩শ' বই বিনামূল্যে বিভিন্ন স্থানে সরবরাহের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কাছে প্রদান করা হয়েছিল তার মধ্যে ৩ লাখ ৫০ হাজার ৯শ' বই ইতিমধ্যেই মহকুমা প্রশাসকের মাধ্যমে ইউ, পি, চেয়ারম্যানদের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে বলে জিলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

কিন্তু বলাবাহুল্য এই সমস্ত বই প্রয়োজন মাফিক এবং যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি বলে বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক অভিযোগ, এই বইগুলি চেয়ারম্যান সাহেবরা বা তাদের সহযোগিরা কোন কোন স্থানে, বিনামূল্যে বিতরণ না করে মণ দরে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। এর প্রমাণ পেতে অসুবিধে নেই। শহরে কোন কোন দোকানদার তাদের মালামাল এই বইয়ের পাতা থেকে তৈরী ঠোঙ্গায় করে গ্রাহকদের বহুদিন দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এই বই মণ দরে বিক্রির ঘটনা সম্পর্কে এর আগেও কোন কোন পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়েছে কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের বর্তমানে যে অচলাবস্থা এবং নৈরাশ্যময় পরিস্থিতি চলছে, তা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে না পারলে দূর ভবিষ্যতেও এই জিলাটি নিরক্ষরমুক্ত হবে কিনা সন্দেহ।